দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

হাফেজা আসমা খাতুন

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ◆ হাফেজা আসমা খাতুন ◆ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন ঢাকা ◆ © : লেখিকার ◆ প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম ◆ মুদ্রণ : কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০৪৪৭৭৭০৩০০৯
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০৪৪৭৭৮০৩২১১
৪২৩ এ্যালিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা। ০৪৪৭৭৭০৩০০৭

নির্ধারিত মূল্য : বারো টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানুষ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি, সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি। পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুনিচয় আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলার প্রিয় সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে কিভাবে জীবন যাপন করবে, কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে মানুষের ক্ষতি; কোন্ কোন্ জিনিস হালাল, কোন্ কোন্ জিনিস হারাম, কোন্ কোন্ কাজ করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়, আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়, কোন্ কোন্ কাজে মানুষ আল্লাহ তাআলার ক্রোধে (গজবে) পতিত হয়, পরিণামে চিরস্থায়ী কষ্টের স্থান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয়– সব কিছু আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে, কিতাব পাঠিয়ে মানুষকে জানানোর সুব্যবস্থা করেছেন।

যারা নবী-রাসূলগণের কথা মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহর প্রেরিত কিতাব অনুসরণ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় স্থানে সফলতা লাভ করেছে।

যারা নবী-রাসূলগণের কথা ক্রমাগত অমান্য করেছে, মানতে মোটেই রাজি হয়নি, তারা আল্লাহ তাআলার গজবে পতিত হয়ে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এসব কথা মানুষ জানতে পারে আল্লাহর কিতাব এবং নবী-রাসূলগণের শিক্ষা থেকে। এমনিভাবে সর্বশেষ নবী আসলেন হযরত মুহাম্মদ (স) এবং সর্বশেষ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হলো আল কুরআন।

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির অন্য হেদায়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

'নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ আর কিছুই নয়।' (সূরা তাকভীর : ২৭)

www.pathagar.com

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ -

'রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে। এটা সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স), যার উপর নাযিল হয়েছিল আল কুরআন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গ্রাহী, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি দুনিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি; সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল কুরআনের নির্দেশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতি বিভাগে অনুসরণ করে এবং কার্যকর করেই তিনি দুনিয়ায় সর্বক্ষেত্রে, সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে, আল কুরআন হচ্ছে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে গ্রন্থ অনুসরণ করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। আল্লাহ প্রেরিত এই সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের অনুসারী মুসলমানগণ জ্ঞানে, গুণে, গরীমায়, শৌর্যে বীর্যে, ধৈর্য, সহশীলতায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে দুনিয়ার অর্ধেক জয় করেছিল। দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিল এবং শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

নবী কারীম (স) এবং তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ যেমন আল কুরআনের বাস্তব অনুসারী ছিলেন, তেমনি তাঁরা দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে আল কুরআনের বাস্তব অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন।

নবী কারীম (স) এবং তাঁর অনুসারী মুসলমানদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে আল কুরআনের বাস্তব নমুনার কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করেই দুনিয়ার মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবন ধন্য করেছে।

বর্তমান বিশ্বের একশত পঁচিশ কোটি মুসলমানের কাছে স্রষ্টা প্রেরিত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন রয়েছে। অন্যকোনো জাতির কাছে নেই। কাজেই বর্তমান বিশ্বের সোয়াশত কোটি মুসলমানের উপরে এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে যে, তারা আল

www.pathagar.com

কুরআন বুঝে পড়বে, জানবে এবং আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার আদেশ মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে এবং দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সর্বশেষ স্রষ্টা প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের দিকে আহ্বান জানাবে, আল কুরআনের বাস্তব অনুসারী হওয়ার দাওয়াত দেবে।

একমাত্র এ দায়িত্ব পালনের মাঝেই রয়েছে বর্তমান মুসলমাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি এবং এ দায়িত্ব পালন করেই মুসলমানগণ আবার তাদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে, আবার দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসন অলংকৃত করতে পারে।

মুসলমানদের মাঝে সুপ্ত চেতনা জাগ্রত করার মানসেই এ বইটি লেখায় হাত দিয়েছি, মুসলমান ভাই ও বোনেরা যদি বইটি থেকে সামান্য প্রেরণা লাভ করেন এবং তাদের আসল দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতন হন, তাহলেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

আল্লাহ তাআলা আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এর প্রতিদান দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সবাইকে দান করুন, আমীন।

হাফেজা আসমা খাতুন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ৭
মুসলমানগণ একটি শ্রেষ্ঠ জাতি ৯
মুসলমানদের একটি দল থাকতেই হবে
যারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করবে ৯
দাওয়াতে দীনের কাজ আল্লাহ তাআলার
সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ১০
দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি ১২
বর্তমান অবস্থা থেকে মুসলমানদের নাজাতের উপায় ১৪
আল্লাহ তাআলার দীনে কোনো সংকীর্ণতা নেই ১৮
আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম
অভিভাবক ও সাহায্যকারী ২০
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কতিপয় হাদীস ২১
দাঈ ইলাল্লাহর বৈশিষ্ট্য ২৩
দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ২৬
আল্লাহ তাআলা কোন্ ধরনের ঈমানদার
মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করবেন? ২৮

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন যেহেতু মুসলমান জাতির কাছে রয়েছে অন্য কোনো জাতির কাছে নেই, তাই আল কুরষর স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন যেহেতু মুসলমান জাতির কাছে রয়েছে অন্য কোনো জাতির কাছে নেই, তাই আল কুরআনের বাণী বিশ্বের অপরাপর জাতির কাছে পৌছানের দায়িত্ব বর্তমানে মুসলমান জাতির উপর ন্যস্ত রয়েছে।

আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

'এটা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ অন্য কিছু নয়।' (সূরা কলম : ৬২)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

'রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে। ইহা সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত। এমন সুস্পষ্ট হেদায়াত, যা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরেছে।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)

আল কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোনো দিক বিভাগ নেই, যার জন্য একটি সুস্পষ্ট মূলনীতির দিকনির্দেশনা না আছে। বিশ্বনবী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর এই গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল। তখন মুসলমান কেউ ছিল না। রাসূল (স) এ কুরআনের দিকে তখনকার কাফির-মুশরিকদেরকেই দাওয়াত দিয়েছেন। এ বাণী কাফির-মুশরিকদেরকেই শুনিয়েছেন। তাদের ভাষা ছিল আরবী। তাই আল কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা আল কুরআনের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে কাফিরদের মধ্যে যারা ভালো লোক ছিল তারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কিতাব এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নবী করীম (স)

www.pathagar.com

এই নওমুসলিমদের সুসংগঠিত করে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন, মানবজাতিকে যাকিছু করতে আদেশ করেছেন, তার প্রতিটি আদেশকে নিজ জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্য যাকিছু হারাম করেছেন, নিষেধ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তারা তা বর্জন করেছেন। ফলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ২৩ বছরে ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হয়েছিল। আর ২৩ বছরের ব্যবধানে একটি জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। তারা সব খারাপ কাজ, হারাম কাজ ছেড়ে দিয়ে সোনার মানুষে পরিণত হয়ে গেল।

এ ছিল নবী করীম (স) ও তাঁর উম্মতদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

'ডাকো তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও অতি উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সঙ্গে বিতর্ক আলোচনা কর উত্তম পদ্ধতিতে।' (সূরা নাহল : ১২৫)

নবীজী (স)-এর দাওয়াতের ফলেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর ইসলাম গ্রহণ করার ফলেই তাদের জীবনের আমূল পবির্তন এসেছিল।

তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। তাঁর সাথে তো আল কুরআন উঠে যায়নি। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন, আল কুরআন রয়ে গেছে। এখন এই আল কুরআনের দায়িত্ব কারা পালন করবে? কাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে? রাসূল (স)-এর উম্মত মুসলমানদের উপরে বর্তমানে এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। বিশ্বের সকল মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকতে হবে। তাদেরকে আল কুরআনের বাণী শোনাতে হবে। তাদেরকে আল কুরআন শেখাতে হবে। যারা আল কুরআনের বাণীর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে নিয়ে আল কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধকে ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ দায়িত্ব বর্তমান বিশ্বের একশত পঁচিশ কোটি মুসলমানের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ একটি শ্রেষ্ঠ জাতি

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে ময়দানে বের করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

এ আয়াতের নির্দেশ প্রতিটি মুসলমানের প্রতি, যাদেরকে মুসলমান ঘরে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যারা মুসলমান হয়েছে, ইসলাম কবুল করেছে তাদেরকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যই ময়দানে বের হতে হবে। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে যাকিছু আদেশ করেছেন তা বিশ্বের সকল মানুষকে শোনাতে হবে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলার জন্য আহ্বান জানাতে হবে এবং নিজেরা পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে যাকিছু হারাম ও অসৎ কাজ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বের সকল মানুষকে জানাতে হবে এবং এ সমস্ত হারাম কাজ এবং অসৎ কাজ বর্জন করার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। হারাম কাজ, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে হবে এবং নিজেরা বর্জন করতে হবে। কোথাও কোনো হারাম কাজ, অসৎ কাজ হতে দেখলে সকল মুসলমান মিলে তা বাধা দিতে হবে এবং হারাম কাজ বন্ধ করতে হবে। এ হচ্ছে বিশ্বের একশত পঁচিশ কোটি মুসলমানের উপর আল্লাহ তাআলার দেওয়া এবং রাসূল (স)-এর নির্দেশিত অর্পিত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করেই মুসলমানগণ দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং আজও এ দায়িত্ব পালন করেই বর্তমান মুসলমানগণ দুনিয়ায় আবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এ দায়িত্ব অবহেলা করেই মুসলমানগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে।

মুসলমানদের একটি দল থাকতেই হবে, যারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করবে

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেছেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

www.pathagar.com

'তোমাদেরকে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে (মানুষকে) আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর এরাই কল্যাণ লাভ করবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

মুসলমানদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখনও ইসলামের বিধি-বিধান সুরক্ষার জন্য মুসলমানদের একটি দলকে অবশ্যই দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকতে হবে, যেন সৎ কাজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অসৎ কাজ, হারাম কাজ সমাজে প্রবেশ করতে না পারে। আল কুরআনের আইন, আল কুরআনের বিধি-নিষেধ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও একদল মুসলমান দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকলে অবশিষ্ট মুসলমানগণ গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে। একেই বলা হয় ফরযে কেফায়া।

আর যখন সমাজে রাষ্ট্রে আল্লাহর দীন, আল কুরআনের আইন, আল কুরআনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে না, সমাজে আল কুরআনের নিষিদ্ধ হারাম কাজ– সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি চলতে থাকে তখন প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের উপর দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করা ফরজে আইন (অবশ্য কর্তব্য) হয়ে যায়। তখন প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দেওয়া একমাত্র জীবনব্যবস্থা আল কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা, সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দানের দায়িত্ব পালন করা।

দাওয়াতে দীনের কাজ আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, নিজে নেক আমল করে আর ঘোষণা দেয়, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩)

কুরআন মাজীদের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে মুসলিম নারী-পুরুষ দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করে, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, আল্লাহ তাআলা যা

www.pathagar.com

আদেশ করেছেন তা মানুষকে জানায় এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন, হারাম করেছেন, তা মানুষকে জানায় এবং হারাম কাজ, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে– এ কথাকেই একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে উত্তম কথা, উত্তম কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তারপর একজন মু'মিন মুসলমান শুধু মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে না, নিজেও নেক আমল করে। নেক আমল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজ করা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা উভয় মিলেই নেক আমল। তারপর সে নিজে ঘোষণা দেয় যে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান। মুসলমান শব্দটি আসছে ইসলাম শব্দ থেকে। ইসলাম শব্দের মানে হচ্ছে আনুগত্য করা, আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলা। আর মুসলমান মানে হচ্ছে যে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করে, আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহ তাআলার সব হুকুম মেনে চলে। একজন প্রকৃত মুসলমানের গুণ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আদেশই সে জানতে পারে তৎক্ষণাৎ সে আদেশের কাছে আনুগত্যের শির নত করে দেয় এবং বলে, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'হে প্রভু! তোমার বাণী শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' একজন খাঁটি মুসলমান কখনো এ কথা বলে না যে, আল্লাহর এ আদেশ অমুক সময়ের জন্য, অমুক যুগের জন্য। বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্য এ আদেশ মানা সম্ভব নয়। কোনো মুসলমান এ কথা প্রশ্ন করতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা কেন মদ হারাম করেছেন? কেন শুকর হারাম করেছেন? সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা সবই সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে এবং কোনটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও হারাম তাও জানিয়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কুরআনের সফল বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে, মুসলমানদেরকে কুরআনের বাস্তব অনুসরণের শিক্ষাও দিয়ে গেছেন। কাজেই যে ঘোষণা দেয়, আমি একজন মুসলমান, সে একটি বড় ঘোষণা দেয়। এ কথাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন।

যে মুসলমান কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান রাখে, যে একজন সচেতন মুসলমান, যার এতটুকু অনুভূতি আছে যে, আমি একজন মুসলমান সে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না, সুদ খেতে, ঘুষ খেতে পারে না, মদ খেতে পারে না, ব্যভিচার করতে পারে না, পরের বাড়ি, পরের জমি দখল করতে পারে না; খুন, ছিনতাই,

www.pathagar.com

রাহাজানি করার তো প্রশ্নই আসে না; অন্য মুসলমানকে কষ্ট দিতে পারে না। এ কথাই কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে ঘোষণা দেয়, আমি একজন মুসলমান এবং বাস্তবিকই সে এক বিরাট ঘোষণা দেয়।

আজকে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেন তারা যদি জানতেন যে, মুসলমান শব্দের মানে কী এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে কেন পরিচয় দিচ্ছেন, কত বড় ঘোষণা এটি তাহলে নিশ্চয়ই তারা সচেতন হতো। তাদের দ্বারা পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়, সমাজ, রাষ্ট্র সবাই উপকৃত হতেন। যারা এ কল্যাণকাজে নিয়োজিত তাদেরকেই বলা হয় মুসলমান। আল্লাহ তাআলা এদের কথাই বলেছেন যে, 'সে ঘোষণা দেয়, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান'।

দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি

বর্তমান সময়ে বিশ্বের সকল মুসলমান এ কঠিন সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। দুনিয়াজুড়ে মুসলমানগণ আজ বিজাতির হাতে কেবল মার খাচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। এর কারণ সম্পর্কে মুসলমানগণ কি একটুও চিন্তা করেছে? বিশ্বে মুসলমানগণই একমাত্র জাতি যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী। অথচ এরাই আজ কাফের-মুশরিকদের হাতে মার খাচ্ছে। মুসলমানরা আল্লাহতে বিশ্বাসী হবে, আর তারাই কাফির-মুশরিকদের হাতে মার খাবে এটা কী করে হয়? আল্লাহ কি যালিম? নাউযুবিল্লাহ!

আসলে মুসলমানদের বিশ্বাসেই গলদ রয়েছে। মুসলমান জাতির কাছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন রয়েছে; অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। অন্যান্য জাতি আল কুরআন জানে না; আল কুরআনের আদেশ মানে না। মুসলমানও যদি কাফেরের মতোই আল কুরআন তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও কুরআনে আল্লাহ তাআলা কী নাযিল করেছেন, কী কী জিনিস হারাম করেছেন, কোন কোন জিনিস হালাল করেছেন তা না জানে এবং একজন কাফিরের মতোই হারাম কাজ নির্দ্বিধায় করে যায়, আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ করতে আদেশ করেন তা কাফিরের মতোই অমান্য করে চলে তাহলে তারা মুসলমান বলেই কাফেরের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে তারা শ্রেষ্ঠ তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশাই বা করে কিভাবে?

পবিত্র কুরআন না জানার কারণে কাফিররা পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ হারাম কাজ নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় করে যায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যাকিছু হারাম

www.pathagar.com

করেছেন তা শুধু মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্যই তা হারাম করেছেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা কুরআনের বিধি-বিধান না জানার কারণে আজ তারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। হারাম খেয়ে, মদ্যপান করে, ব্যভিচার করে, সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে, তাদের পরিবার-সমাজ আজ ধ্বংসের পথে। তারা ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে মরণব্যাধি এইড্স-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। আমেরিকার মতো সভ্য দেশে এইড্স আক্রান্ত হয়ে ৪০ লাখের উপরে যুবক-যুবতী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। বর্তমান ভারতে এইড্স আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ। এরাও আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের মাঝে সবচেয়ে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও শুধু কুরআনের জ্ঞানের অভাবে, আল কুরআনের বাণী এদের কাছে পৌঁছেনি বলে এরা জানে না কোনটা হারাম, কোনটা হালাল, কোন জিনিস কল্যাণকর, কোন জিনিস ক্ষতিকর। যার জন্য এসব জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এদের কাছে আল কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের উপর। বিশ্বের একশত, পঁচিশ কোটি মুসলমান যদি এ দায়িত্ব পালন করত তাহলে পাশ্চাত্য জাতিসহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এসব পারিবারিক এবং সামাজিক বিপর্যয় থেকে বেঁচে যেত। বর্তমান মুসলমানগণ তাদের এ দায়িত্ব তো পালন করেইনি বরং তারাও আল কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়ে কাফিরদের মতোই হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে দুনিয়াজুড়ে মুসলমান আজ লাঞ্ছনার স্বীকার। আজ তারা কুরআনের বাণী বাহক হয়েও কাফিরের হাতে মার খাচ্ছে। তাদের দায়িত্ব ছিল আল কুরআনের বাস্তব অনুসারী হওয়া, অবিশ্বাসীদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছানোর এবং ইসলামের কল্যাণকর জীবনব্যবস্থার দিকে এদেরকে দাওয়াত দেওয়া। তাহলে অবিশ্বাসীরা যেমন কুরআনের বাণী জানার সুযোগ পেত, ইসলামের শান্তির ছায়াতলে এসে তারাও পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেত এবং এইডস্-এর গযব থেকেও বেঁচে যেত তেমনি মুসলমানগণও তাদের উপর অর্পিত কুরআনের দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে আসীন করতেন। তারা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতো।

www.pathagar.com

বর্তমান অবস্থা থেকে মুসলমানদের নাজাতের উপায়

ঈমানদার মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

'হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! রুকু ও সিজদা করো, তোমাদের রবের দাসত্ব করো এবং ভালো কাজ করো। এতেই আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (শাফেয়ী মাযহাবের নিকট এটা সিজদার আয়াত)।

আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমনভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদের (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (দীন অনুযায়ী তোমাদের চলার পথে তিনি কোনো বাধা থাকতে দেননি)। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, এ কুরআনেও (তোমাদের নাম এটাই), যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। সুতরাং সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মযবুতভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না ভালো এ অভিভাবক! আর কতই না ভালো এ সাহায্যকারী! (সূরা হাজ্জ : ৭৭-৭৮)

এ দুটো আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে নাজাতের পথ বাতলে দিয়েছেন।

প্রথমেই আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ' সিজদা কর। তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং ভালো কাজ কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।' এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ৩টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন–

১. রুকূ'-সিজদা করো। মানে নামায আদায় করো।

www.pathagar.com

২. তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো। এর মানে হচ্ছে, যিনি তোমার প্রভু, প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই আদেশ মেনে চলো; তাঁর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ মানা যাবে না।

৩. ভালো কাজ করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, যা করতে বলেন, শুধু তা-ই করো। তাঁর অপছন্দনীয় কাজ, যা তিনি মন্দ বলেছেন, তা থেকে দূরে থাকো।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ তিনটি কাজ যদি তোমরা কর, তাহলে আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। মুসলমানদের জন্য কল্যাণের কাজ কী কী আল্লাহ্ তাআলা তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই মুসলমানদেরকে কল্যাণ পেতে হলে এ তিনটি কাজ গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে এবং এ তিনটি কাজ মুসলমানদেরকে পালন করতে হবে। বর্তমানে মুসলমানগণ যে সংকটকাল অতিক্রম করছে, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আল্লাহ্ তাআলা যে আদেশ-নিষেধ করেছেন, সে নির্দেশ মুসলমানদের আঁকড়ে ধরতে হবে। অর্থাৎ, বিশ্বের সকল মুসলমানকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তোমার একমাত্র প্রতিপালক। কাজেই একমাত্র তাঁরই আদেশ মেনে চলো। তার আদেশের বিপরীত কোনো কাজ করা যাবে না। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, লেনদেনে, যুদ্ধ-সন্ধিচুক্তিতে, রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তোমার প্রতিপালকের আদেশ কার্যকর করো। 'রুকূ'-সিজদা করো'– বলার পর আবার 'তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো' আয়াতাংশের মধ্যে এ নির্দেশই রয়েছে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলারই আদেশ কার্যকর করাতে হবে। মুসলমান জাতি যে দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ মেনে চলবে, প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তাআলার আদেশমতো সম্পাদন করবে সেদিনই কল্যাণ লাভ করবে।

অতঃপর তিনি বলেছেন, 'ভালো কাজ করো। অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্ তাআলা যে কাজ পছন্দ করেন তা-ই ভালো কাজ এবং যা অপছন্দ করেন তা-ই মন্দ কাজ। বিশ্বের সকল মুসলমান যখন নিজে ভালো কাজ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, বিশ্বের অপরাপর জাতির কাছে ভালো কাজ, আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় কাজ কী কী তা জানাবে এবং ভালো কাজ করতে সাহায্য করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রচেষ্টা চালাবে সেদিন

www.pathagar.com

মুসলমানরা সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুত কল্যাণ লাভে, রহমত লাভে ধন্য হবে।

তিনটি কাজের নির্দেশের পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ ـ

'তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর কাজের জন্য, তাঁর পথে জিহাদ করার জন্য। সে মুসলমান কী করে ঘরে বসে থাকতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ না করে।

জিহাদ মানে কী? জিহাদ মানে হচ্ছে চূড়ান্ত চেষ্টা বা চূড়ান্ত সংগ্রাম। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর পথে চূড়ান্ত সংগ্রাম, যার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত সমাজব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ তাআলার দেওয়া ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা হয় তাকেই বলা হয় ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা সরাসরি ঈমানদার মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আল্লাহর জন্য জিহাদ কর।' যেভাবে জিহাদের হক আদায় হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।'

এ দুটি আয়াত থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, যারা মুসলমান, যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাদের জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দায়িত্ব পালন করা ফরয এবং এর জন্য জান, মাল, সময়, শ্রম, অর্থ যথাসাধ্য ব্যয় করে চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্যই তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। তাদেরকে পৃথিবীতে এ কাজের জন্যই নিযুক্ত করেছেন। কাজেই কোনো মুসলমান কোনো কাজের অজুহাতে, সংসারের অজুহাত দেখিয়ে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। যে যেখানে আছে চাকরির ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, সংসারে, মসজিদে সর্বত্র আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আল্লাহর বাণী, কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

www.pathagar.com

মুসলিম, অমুসলিম, নারী, পুরুষ, যুবক সকলের কাছে, সকল শ্রেণীর, সকল দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ এ দায়িত্বই পালন করেছেন। আল্লাহর রাসূল (স) কাফির-মুশরিক সকলের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছিয়েছেন। কুরআনের বাণী শুনেই ইসলামের প্রথম দিকের কট্টর দুশমন ওমর (রা) ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (স)-এর মুখে কুরআনের বাণী শুনেই বাগ্মী কাফির ওতবা ইবনে রাবি'আ কাফির কুরাইশদের বলেছিল, আমি বহু কবিতা শুনেছি, এটা কোনো কবির কবিতা নয়। আমি মুহাম্মদের মুখে যে বাণী শুনেছি, এমন বাণী আমি আর কোনোদিন শুনিনি। কাজেই আমার পরামর্শ হচ্ছে, যদি মুহাম্মদ (স) নবী হয় তাহলে সে তোমাদেরই বংশের ছেলে। তাতে তোমাদেরই সম্মান। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে মানুষই তাকে ধ্বংস করে দেবে। তোমরা তার পেছনে লেগে থেকো না। তখন কাফিররা মনে করেছিল ওতবাকে মুহাম্মদ জাদু করেছে।

কুরআনের বাণী কাফির কুরাইশদের মধ্যে যারাই শুনেছে তারাই ইসলাম কবুল করেছে। এজন্যে কাফির কুরাইশরা বলত, মুহাম্মদ যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা গোলমাল করবে, হৈচৈ করবে। এভাবেই আমরা বিজয়ী হতে পারব। এ কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে ইরশাদ করেছেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ

'আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন কখনো শুনবে না। যখন তা পাঠ করা হয় তখন তোমরা হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ২৬)

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

'আমি এসব কাফিরদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব এবং তারা যে জঘন্যতম খারাপ কাজ করছে, তার পূর্ণমাত্রার প্রতিফল আমি তাদেরকে দেব।' (সূরা হা-মীম সাজদা : ২৭)

www.pathagar.com

নবী করীম (স)-এর সময় যারাই ইসলাম কবুল করেছে, মুসলমান হয়েছে তাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল তাদের নিকটাত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছানো, মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানো। তারা গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় কাফির কুরাইশদের কাছে এবং বিভিন্ন গোত্রের কাছে আল কুরআনের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তারা জানতেন, মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়বে ততই তাদের বিপদ কমবে। তাই মুসলমানগণ কোনো অবস্থায় দাওয়াতী কাজ বন্ধ করেননি। যেখানে যাকেই সুযোগ পেয়েছেন আল কুরআনের বাণী শুনিয়েছেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের একশত পঁচিশ কোটি মুসলমান যদি প্রত্যেকে একজনের কাছেই কুরআনের বাণী ইসলামের বাণী পৌঁছাতেন, প্রত্যেকে একজন অমুসলিমকে মুসলমান বানানোর প্রচেষ্টা চালাতেন, দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ২৫০ কোটিতে পৌঁছে যেত। ২৫০ কোটি মুসলমান যদি একজন অমুসলিমের কাছে আল কুরআনের বাণী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন তাহলে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০০ কোটি। এভাবে একমাত্র দাওয়াতী দীনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাঝেই রয়েছে মুসলমান জাতির সম্মান, ইজ্জত, গৌরব। মুসলমানগণ যখন দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক নিষ্ঠাবান হবেন, সেদিন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ভয়-ভীতি, দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি-বিপর্যয় সব দূর করে দেবেন এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা দান করবেন।

আল্লাহ তাআলার দীনে কোনো সংকীর্ণতা নেই

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ করেছেন, 'দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।' অর্থাৎ দীন পরিষ্কার, সহজ-সরল জীবনবিধান দীনে কোনো সংকীর্ণতা নেই। আল্লাহ তাআলার দীনে (তাঁর জীবনবিধান ইসলামে) কোন্টা কল্যাণ, কোন্টা অকল্যাণ, কোন্টা ভালো, কোন্টা মন্দ, কোন্টা ক্ষতিকর, কোন্টা ক্ষতিকর নয়, কোন্টা হারাম, কোন্টা হালাল সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই দীনের ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোনো সংকীর্ণতা নেই। কোনো অস্পষ্টতায় আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের নিমজ্জিত করেননি। তিনি সবদিক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই দীনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছাও।

www.pathagar.com

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।' ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলমান যারাই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, ইবরাহীম (আ)-এর মতো যারা আল্লাহর আদেশ পালনে সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, ইবরাহীম (আ) যেমন আল্লাহর জন্য তাঁর পিতার যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন, আল্লাহর আদেশে প্রাণপ্রিয় সন্তান কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন এভাবে আল্লাহর অনুগত যে মিল্লাত তিনি রেখে গিয়েছিলেন সেই মিল্লাতের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন। ঈমানদার মুসলমানগণ যেন আল্লাহর আদেশ পালনে ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের মতো তাদের জান-মাল সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ এর আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এই কুরআনেও তোমাদের নাম মুসলিম রাখা হয়েছে।' এর মানে হচ্ছে, ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত ছিল মুসলমান এবং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের মাঝে শামিল হয়ে তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও।

মুসলিম কোনো জাতি বা গোত্রের নাম নয়। আল্লাহ তাআলার যে অনুগত বান্দাহ তাকেই বলা হয় মুসলিম। ইহুদীরা যখন বলত ইবরাহীম (আ) আমাদের নবী এবং খ্রিস্টানরা বলত, ইবরাহীম (আ) আমাদের নবী তখন আল্লাহু সুবহানাহূ ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছেন,

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

'না, ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না; তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।' (সূরা আলে ইমরান : ৬৭)

এ আয়াতে স্পষ্ট জানা যায়, যে সকল যুগের সকল নবী-রাসূলগণই ছিলেন আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাহ মুসলমান। ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহর তাআলার একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাহ তোমরাও ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের মতো আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাহ মুসলমান হয়ে যাও।

এ রকম একনিষ্ঠ খাঁটি মুসলমানের পরিচয় যখন বর্তমান মুসলমানগণ দিতে পারবেন এবং খাঁটি মুসলমানের বাস্তব নমুনা হতে পারবেন তখনই তারা হবেন দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষী। আর তখনই মানুষ এসব একনিষ্ঠ মুসলমানের মাঝে কুরআনের বাস্তব রূপ দেখে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত

www.pathagar.com

এবং কল্যাণ দেখতে পেয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। আর দুনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, মুসলমানদের বিপদ-সংকট তত দূরীভূত হতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের উপর যে বিজাতীয় আধিপত্য এবং নির্যাতন নেমে এসেছে তার থেকে মুক্তির পথ তাদের সামনে দুটি।

১. বর্তমান মুসলমানদের একনিষ্ঠভাবে কুরআনের বাস্তব অনুসারী হতে হবে।

২. প্রতিটি মুসলমানকে দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব অর্থাৎ কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে হবে। আর তখনই আল্লাহ তাআলার সাহায্য মুসলমানদের উপর নেমে আসবে। মুসলমানগণ বিজাতীয় আধিপত্য ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবেন।

আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ۔

'তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক, উত্তম সাহায্যকারী তিনি!' (সূরা হাজ্জ : ৭৮)

বিশ্বের সকল মুসলমান আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ানোর পর তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন নামায কায়েম করো, যাকাত দাও। অর্থাৎ কোনো মুসলমান যেন বেনামাযী না থাকে এবং ধনী সমাজ যেন যাকাত আদায়ে তৎপর থাকে।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশমতো মুসলমানগণ যদি তাদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায এবং যাকাত কায়েমে তৎপর হতেন তাহলেই আল্লাহ তাআলা হতেন তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। আর আল্লাহ তাআলাই বলেন, তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক, তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম সাহায্যকারী। আর আল্লাহ্ তাআলা যখন মুসলমানদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হবেন তখন অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। মুসলমানদেরকে তখন আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া আর ভারতের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

www.pathagar.com

দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কতিপয় হাদীস

নবী করীম (স) একদিন ফজর নামায বাদ মুসল্লীদের দিকে ঘুরে বলছিলেন, প্রতিবেশীরা কেন যে তাদের প্রতিবেশীকে দীন শিক্ষা দেয় না, আর প্রতিবেশীরা কেন যে প্রতিবেশীর কাছ থেকে দীন শিক্ষা গ্রহণ করে না। মুসল্লীরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। নবীজী কাদেরকে বলছেন? কারণ, মুসলমানরা সবাই দীনের দাওয়াতী কাজ করে থাকেন এবং প্রতিবেশীদের দীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

তখন কে একজন বললেন যে, নবীজী আশ'আরী গোত্রের লোকদের সম্পর্কে বলছেন। আশ'আরী গোত্রের লোকেরা ছিল কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে শিক্ষিত। আর তাদের পাশেই বাস করতো বেদুইনরা। তারা ছিল মূর্খ, অশিক্ষিত। তখন নবীজী আশ'আরী গোত্রের লোকদের বললেন, 'তোমরা কেন তোমাদের প্রতিবেশী অশিক্ষিত বেদুইনদের দীন শিক্ষা দাও না। তখন তারা নবীজী (স)-এর কাছ থেকে এক বছর সময় নিলেন যে, তারা প্রতিবেশী বেদুইনদের দীন শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবেন।' (আল হাদীস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের কথা শুনে বললেন, তোমরা যেসব জিনিস আমাকে দিতে চাইছো, তার আদৌ কোনো লোভ আমার নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে তার কিতাব দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের ভ্রান্ত জীবনপদ্ধতির পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিতে এবং দাওয়াত কবুল করার ফলে যা পাওয়া যাবে তার সুসংবাদ দান করার জন্য পাঠিয়েছেন। তোমরা যদি আমার দাওয়াত কবুল করো তবে দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানে তোমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।' (আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ)।

রাসূলে কারীম (স) নাজরানের অধিবাসীদের (যারা ছিল খ্রিস্টান) এক পত্র লিখেন, যার এক অংশ ছিল এ রকম– এরপর আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরা মানুষের দাসত্ব ও গোলামি ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছে যে, তোমরা মানুষের প্রভুত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর প্রভুত্বের ছায়াতলে আশ্রয় নাও। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাকে বললেন, হে চাচা! আমি সকলের কাছে কেবল একটি কলেমার দাবি করি। এ কালেমা হলো এমন যে, যদি এরা এটাকে স্বীকার করে নেয়, তবে এর বদৌলতে সমগ্র আরব এদের অধীনে এসে যাবে এবং অনারব জাতি এদের জিযিয়া দান করবে।

নবী করীম (স)-এর এ কথা শুনে সবাই বিস্মিত হলো। তারা বলল, 'তুমি একটি কালেমার কথা বলছ, তোমার বাপের কসম! আমরা দশটি কালেমা স্বীকার করার জন্যও প্রস্তুত। বল, সে কালেমা কী?

আবূ তালিবও জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভাইপো, বলতো তোমার সে কালেমাটি কী?

নবী করীম (স) জবাব দিলেন, সে কালেমাটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।' (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মানেই হচ্ছে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই।' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহর আদেশের বিপরীত কারো আদেশ মানা যাবে না। এ আদেশ শুধু নামায-রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের প্রতিটি বিভাগের, প্রতিটি ক্ষেত্রের একমাত্র আল্লাহর আদেশই কার্যকর হবে। আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো কিছুই কার্যকর করা যাবে না। ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ, লেনদেন, সন্ধি-চুক্তি সবকিছুই আল্লাহর আদেশমতো চলবে। তখনই সে ব্যক্তি, সে জাতি হবে সত্যপথের, সুন্দর পথের, নির্ভুল পথের অনুসারী। তখন অন্যান্য ব্যক্তি বা জাতি তাদের অনুসরণ, অনুকরণ করতে শুরু করবে। এভাবেই আল্লাহর আদেশের অনুগত, অনুসারী ব্যক্তি বা জাতি নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর আদেশের অনুগত ব্যক্তি বা জাতি তখন আল্লাহর সাহায্য এবং রহমত লাভ করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে ধন্য হয়।

এ কথাই আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, এ একটি কালেমা যদি কেউ স্বীকার করে নেয়, তাহলে এর বদৌলতে সমগ্র আরব এদের অধীনে এসে যাবে এবং অনারব জাতি এদের জিযিয়া প্রদান করবে।

www.pathagar.com

নবী করীম (স) কখনো মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াত দিতে তাদের সাথে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হতেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে, তাদেরকে বুঝিয়ে, অতি উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দিতেন। আমাদেরকেও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই দীনের দাওয়াত দিতে হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ـ

'(হে নবী!) মন্দকে ঐ নিয়মে দমন করুন, যা সুন্দর। তারা আপনার সম্পর্কে যেসব কথা বানায় তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি।' (সূরা মুমিনূন : ৯৬)

মন্দকে মন্দ ব্যবহার দ্বারা কোনোদিন ভালো করা যায় না। মন্দকে দূর করতে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন মন্দকে দূর কর অতি উত্তম পদ্ধতি, ভালো ব্যবহার দ্বারা। ভালো কথা দ্বারা, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। সূরা হা-মীম আস সাজদায় আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

'(হে নবী!) ভালো আর মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি মন্দকে দূর কর অতি ভালো দ্বারা। তাহলে তুমি দেখবে, যারা তোমার কট্টর দুশমন ছিল তারা তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছে।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৪)

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (স)-কে মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াতের কী সুন্দর উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন! বর্তমানে মুসলমানগণ যদি তাদের উত্তম চরিত্র, উত্তম ব্যবহার দ্বারা মানুষকে দীনের দিকে আহ্বান জানায় তাহলে ইসলামের দুশমনরাও একদিন ইসলাম কবুল করবে, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে ইনশাআল্লাহ। এরপর শিক্ষা দিয়েছেন যে, মন্দকে অতি ভালো দ্বারা দূর করতে হবে। মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করতে পারে কারা? এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ـ

www.pathagar.com

'সবরকারী ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া অন্য কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৫)

এখানে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হওয়ার গুণ অর্জন করতে হবে। আর যারা ধৈর্যের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করে যাবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবান বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনের যে উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এ পদ্ধতি অনুসরণ করে যেমন তারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনে সফলতা অর্জন করতে পারেন, তেমনি তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

দাঈ ইলাল্লাহর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আ'রাফের ১৯৯ নং আয়াতে বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ

'(হে রাসূল!) আপনি (তাদের প্রতি) নম্র ও ক্ষমাশীল হোন এবং ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকুন। আর জাহিলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন।' (সূরা আ'রাফ : ১৯৯)

দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনে যারা নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তাদেরকে এখানে তিনটি কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

১. এ কাজে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তখন এর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না; বরং ক্ষমার পথ অবলম্বন করতে হবে।

২. ভালো কাজের নির্দেশ মানুষকে শোনাতে থাকতে হবে।

৩. আর যারা একেবারেই জাহেল, অজ্ঞ, মূর্খ, কোনোকিছুই শুনতে বা বুঝতে রাজি নয়, এসব জাহেলদের পেছনে সময় নষ্ট না করে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এ শিক্ষাই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিয়েছেন। এ শিক্ষা অনুসরণ করেই এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

www.pathagar.com

'(হে রাসূল!) এটা আল্লাহ তাআলার বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া মেজাজের হতেন ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।'

এখানে যে শিক্ষা আমরা পাই, যারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে অবশ্যই কোমল হৃদয়ের হতে হবে এবং মিষ্টভাষী হতে হবে। কর্কশ ভাষা, কর্কশ ব্যবহার দ্বারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করা যাবে না। যেসব দীনী ভাই-বোনেরা কোমল হৃদয়ের এবং যারা মিষ্টভাষী, তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত রয়েছে। আর যেসব ভাই-বোনেরা একটু কর্কশভাষী তাদের সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ তাআলা যেন তাদের অন্তরকে কোমল করে দেন, মুখের ভাষাকে মিষ্ট করে দেন। তাহলে তারাও আল্লাহ তাআলার রহমত লাভে ধন্য হবেন। তারা দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী বিবেচিত হবেন। একটু হাসিমুখ, মিষ্টি কথা মানুষের মনকে কেড়ে নেয়। আপনার হাসিমুখ, মিষ্টি কথা, আপনার কোমল হৃদয় যখন প্রতিবেশী, পরিচিত, আত্মীয়দের আকর্ষণ করবে, আপনার কাছে আসতে তারা পছন্দ করবে, তখন আপনি বুঝবেন আপনি দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী একজন দাঈ ইলাল্লাহ। আপনি তখন একজনকে বই দিলে তিনি পড়তে চেষ্টা করবেন; আপনার সঙ্গে বৈঠকে যেতে পছন্দ করবেন; আপনার পছন্দনীয় সংগঠনে শামিল হতেও তিনি রাজি হতে পারেন।

নবী করীম (স) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই লোকদেরকে দীন শিক্ষা (কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান) দাও। দীনের জ্ঞান একটা মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত করতে পারে আর দীনের জ্ঞানের অভাবে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যাবে এবং তাদের কার্যকলাপ দেখে শয়তানও ভয় পাবে।'

বর্তমানে সারা দেশে যে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, ছিনতাই চলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা যে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করে, এক সহপাঠী আরেক সহপাঠীকে দলীয় মতপার্থক্যের কারণে গুলি করে হত্যা করে, গাজা খায়, হেরোইন খায়। পেথেডিন ইনজেকশন নিয়ে ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে তা কোন্ জ্ঞানের অভাবে? এই অভাব দীনী জ্ঞানের, কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাবেই।

www.pathagar.com

শিক্ষার সর্বস্তরে যখন কুরআন সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষা চালু করা হবে; মসজিদে, মাদরাসায়, স্কুল, কলেজে, মহল্লায় মহল্লায়, হাসপাতালে, জেলখানার কয়েদীদের যখন নামাযের তালিম দেওয়া হবে, কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞান তাদেরকে নিয়মিত শোনানোর ব্যবস্থা করা হবে; বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ যখন কুরআন-সুন্নাহর গবেষণায়, প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করবেন তখনই সমাজ এ সমস্ত অভিশাপ ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবে। তা না করে এক নেত্রী আরেক নেত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সন্ত্রাস, হত্যা, খুন, অত্যাচার, নির্যাতন থেকে জাতিকে কোনোদিন মুক্ত করতে পারবেন না। আর এ রকম অন্যায় হত্যা, সন্ত্রাস করে যখন মানুষের জীবন বিপন্ন করা হতে থাকে, এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা হয় না তখনই আসে আল্লাহর গযব। ভূমিকম্প, বন্যা, খরা এমনকি অতিবৃষ্টি, ফসলহানি, ঝড়ঝঞ্ঝা সবই হচ্ছে আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ আল্লাহর গযব। আর গযব যখন আসে তখন জনগণ ও নেতা-নেত্রী কেউই আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাবেন না। কোনো ছলছাতুরি, কোনো মিথ্যা কূটকৌশল আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো কাজে আসবে না।

দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি

দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব যেমন নবী করীম (স)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তেমনি এ দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, কী কী গুণাবলি অর্জন করতে হবে তাও আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মুসলমানগণ যদি দীনের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন, মুসলমানগণ যদি সত্যিকার মুসলমান হন তাহলে দুনিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা আল্লাহ তাআলা তাদের হাতেই তুলে দেবেন।

বিশ্বের একশত পঁচিশ কোটি মুসলমান যদি আল্লাহর দিকে আল্লাহর কুরআনের দিকে, কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব পালন করে, নিজেও যদি পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত নেক আমল করে এবং নিজেকে পরিচয় দেয় একজন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে তাহলে দুনিয়ার খিলাফতের (রাষ্ট্রক্ষমতা) দায়িত্ব মুসলমানদের হাতেই আল্লাহ তাআলা ন্যস্ত করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

www.pathagar.com

لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِيْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا
الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ
وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

'তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেমনিভাবে তাদের আগের লোকদেরকে বানিয়েছিলেন এবং অবশ্যই তাদের দীনকে (জীবনব্যবস্থাকে) মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার ইবাদত করবে (আদেশ মেনে চলবে) এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা কুফরী (অবাধ্যতা) করবে, তারাই হবে সমাজের ফাসিক (দুষ্কৃতকারী)। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করে চলো। আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হবে। আর কাফিরদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!' (সূরা নূর : ৫৫-৫৭)

এ আয়াতকটিতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকল বিপদ-আপদ এবং সংকট থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এ পথে চললে মুসলমানগণ শুধু যে তাদের জীবনে ধর্মীয় নিরাপত্তাই ফিরে পাবে তা নয়; বরং এ দায়িত্ব পালন করা হলে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও মুসলমানদের হাতেই তুলে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ পাওয়ার পরেও যারা কুফরীর (অবাধ্যতার) পথে চলবে তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ফাসিক নামে অভিহিত করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঈমানদার মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূল (স)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলো। তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তোমরাও সে দায়িত্ব পালন করো। তাহলেই তোমরা আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করতে পারবে। আরো বলেছেন, তোমরা কাফিরদেরকে মোটেই শক্তিশালী মনে করো না। কারণ, কাফিদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনো সাহায্য করেন না, আল্লাহ ঈমানদার মুসলমানদের সাহায্যকারী।

www.pathagar.com

আর কাফিরের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। কাজেই কাফিরদেরকে মু'মিনরা কখনো ভয় করে না। ঈমানদারদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল (স) যেভাবে আল কুরআনের অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি আদেশকে কার্যকর করেছেন, ঠিক সেভাবেই ঈমানদার মুসলমানদের দায়িত্ব রাসূল (স)-এর আনুগত্য অনুসরণ করা। ঈমানদার মুসলমানগণের দায়িত্ব হচ্ছে তৎসঙ্গে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, কাফিরদের বাধা-বিপত্তিকে মোটেই ভয় না করা। তখনই আল্লাহ তাআলা হবেন মু'মিন মুসলমানদের সাহায্যকারী।

আল্লাহ তাআলা কোন্ ধরনের ঈমানদার মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করবেন?

একটি মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জান, মাল, ধর্ম, ইজ্জত, নিয়ে যতখানি নিরাপদে থাকে, কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলানরা এমনকি অমুসলিমরাও ততখানি ইজ্জত-সম্মান ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করতে পারে না। হিন্দু ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কোনো সম্মান বা ধর্মীয় অধিকার বলতে কিছুই নেই। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চাকরির কোটা বাড়ানো পর্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সহ্য করতে পারে না। বহু খ্রিস্টানকে পর্যন্ত তারা পুড়িয়ে মেরেছে। মুসলমানদেরকে তো তারা মোটেই সহ্য করতে পারে না। প্রতি বছর ধর্মনিরপেক্ষতার আলখাল্লা গায়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অসহায় মুসলমান নারী, শিশু, পুরুষদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ২০০২ সালে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী বাজপেয়ী সরকারের আমলে কতিপয় হিন্দু সেবক কর্তৃক একটি মুসলমান যুবতী মেয়ে অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রেনে কতিপয় মুসলমানকর্তৃক আগুন লাগানোর ঘটনায় ভারতের গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমান পুড়িয়ে মারা হয়েছে। নারী-শিশু কেউ রেহাই পায়নি। উগ্র হিন্দুদের হাত থেকে। গুজরাটে বাজপেয়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উস্কানিতে এ মুসলমান পুড়িয়ে মারার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এ নৃশংস দৃশ্য বিশ্বমোড়ল আমেরিকা, ব্রিটেন কারো বিবেককে নাড়া দিতে পারেনি। কারণ, এদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা তাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। এভাবে হিন্দু ভারতে সংখ্যালঘুদের এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা নেই।

www.pathagar.com

বসনিয়ায়, কসোভোয় খ্রিস্টান সাবেক প্রেসিডেন্ট মিলেসোভিচ লাখ লাখ নিরীহ মুসলমান হত্যা করেছে হিংস্র সাম্প্রাদিয়ক বিদ্বেষে। চেচনিয়ায় স্বাধীনতাকামী চেচেনদের বিরুদ্ধে রাশিয়া নির্মূল অভিযান চালাচ্ছে। চেচেনদের বাড়ি-ঘর রাস্তা-ঘাট, মসজিদ, শহর, রাজধানী রাশিয়ান সৈন্যরা ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। কারণ, চেচেনরা মুসলমান। বছরের পর বছর ধরে একটি মুসলমান জাতি যাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া, তাদের ঈমান-আকীদা সবকিছু রাশিয়ানদের থেকে পৃথক, তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। কত দেশ সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছে। পূর্ব তিমুরের খ্রিস্টানরা তিন বছর স্বাধীনতা সংগ্রাম করেই স্বাধীনতা পেয়ে গেল আমেরিকা এবং জাতিসংঘের সমর্থনে। আর কাশ্মীরী জনগণ, চেচেন, প্যালেস্টাইনি ৫৪ বছর ধরে সংগ্রাম করেও এসব খ্রিস্টান, ইহুদি বিবেককে নাড়া দিতে পারেনি। এদের কাছে ইনসাফ, সুবিচার, সততা, মানবিকতা বলতে কোনো কিছুই নেই। এরা দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাধর হলেও নিজেদের স্বার্থ ছাড়া মানবতার কোনো মূল্য এদের কাছে নেই।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি শ্যারন কিভাবে নির্বিচারে প্যালেস্টাইনিদের হত্যা করছে; তাদের বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে প্যালেস্টাইনিদের উৎখাত করছে। আফগানিস্তানে একটি জনগণের প্রতিষ্ঠিত নির্বাচিত একটি ইসলামী সরকারকে শুধু হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নিরীহ দুর্ভিক্ষপীড়িত ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দেশটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল আমেরিকা। হাজার হাজার নিরীহ নারী-শিশু-পুরুষ আমেরিকার এ অন্যায় রাষ্ট্রীয় টেরোরিজমের ফলে নিহত হয়েছে। এদেরকে কিভাবে শিক্ষা দেবেন, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বার্মার আরকানি মুসলমানদের, যারা জমি-জমা চাষ-বাস করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে সুখে-শান্তিতেই জীবনযাপন করছিল, সেই আরাকানের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বার্মার বৌদ্ধ সামরিকজান্তা অন্যায়ভাবে বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে, বহু আরাকানি মুসলমানকে হত্যা করে, নির্যাতন করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। এখনো বার্মার বৌদ্ধ সামরিকজান্তার কাছে আরাকানি মুসলমানদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।

গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে পরিচিত ব্রিটেনে বর্তমানে বর্ণবাদী হামলার শিকার হচ্ছে মুসলমানরা এবং এশিয়ানরা। তেমনিভাবে আমেরিকা ভিয়েতনামে, সোমালিয়ায়, সুদানে, আফগানিস্তানে মুসলমান হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। ব্রিটেন

www.pathagar.com

আয়ারল্যান্ডে ১০০ বছর ধরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আইরিশদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; তাদেরকে স্বাধীনতা দিচ্ছে না। হাজার হাজার আইরিশ জীবন দিচ্ছে।

পক্ষান্তরে বিশ্বের কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নির্যাতনের কোনো ঘটনা নেই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে, সৌদি আরবে, মিসরে, ইরাকে, সুদানে, জর্দানে কোনোদিন অমুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শোনা যায়নি। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই মুসলিম দেশের জনগণ এবং সরকার সবাইকে মানবতাবোধ শিখিয়েছে। যার ফলে মুসলিম দেশে বিশেষ করে ইসলামী দেশগুলোতে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক সহাবস্থান, সহমর্মিতার মাঝেই বসবাস করে থাকে। এমনকি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে তা কোনোদিন হয়নি।

এজন্যেই বিশ্বের রাষ্ট্রক্ষমতা যতদিন মুসলমানদের হাতে না আসবে ততদিন অমুসলিম শাসকদের অন্যায়, অবিচার, নৃশংসতায় দুনিয়ার মানবজাতির জীবন বিপন্ন হতেই থাকবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর মতো এমন উদার, সহমর্মী, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, জনগণের সেবক রাষ্ট্রনায়ক দেখার সৌভাগ্য পৃথিবীর মানুষের আর হয়নি। তাঁর চার খলিফার মতো ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক, সুবিচারক, জনগণের প্রকৃত খাদেম রাষ্ট্রনায়ক একমাত্র ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের মাঝেই জন্ম নিয়েছে। অমুসলিম দুনিয়ায় এদের মতো শাসক খুঁজে পাওয়া বিরল।

এজন্যেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের একটি দল যদি ঈমানদার হয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং সৎ কাজ করে অর্থাৎ মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের হাতেই দুনিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দানের ওয়াদা দিয়েছেন।

ইতিহাস সাক্ষী, একমাত্র ঈমানদার, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, রাসূল (স)-এর অনুসারী রাষ্ট্রনায়করাই জনগণের প্রতি ইনসাফ, সুবিচার কায়েম করেছে,

www.pathagar.com

জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের অধীনে বর্তমান বিশ্বের মানুষ যতখানি ইনসাফ, সুবিচার, নিরাপত্তা, অধিকার পেয়েছে– বুশ, শ্যারন, বাজপেয়ী, মিলেসেভিচ, পুতিন কারো কাছেই জনগণ জীবনের নিরাপত্তা বা অধিকার পায়নি। ইনসাফ, সুবিচার তো দূরের কথা!

অমুসলিমদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা মানেই হচ্ছে মানবতার লাঞ্ছনা, নির্যাতন, দুঃখ, বিপর্যয়, অশান্তি, অন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধ্বংসলীলা। যতদিন কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণ অর্পিত না করবে, যতদিন বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণ এসব দুনিয়ার বড় বড় জালেমদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত, কুরআন-সুন্নাহর বাস্তব অনুসারী লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে না দেবে ততদিন মানবতা লাঞ্ছিত হতেই থাকবে, মানুষের জীবন বিপন্ন হতেই থাকবে। অন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরীহ মানুষের লাশের স্তূপে পৃথিবী ভারি হতেই থাকবে; অসহায় নারী, শিশু, পুরুষদের হাহাকারে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হতেই থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ـ

'যে জাতি নিজ ভাগ্যের পরিবর্তনের চেষ্টা করে না আল্লাহ তাআলা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না।' (সূরা রা'দ : ১১)

বিশ্বের সকল দেশের মানুষ যতদিন এসব খুনি, সন্ত্রাসী, অসৎ, খোদাদ্রোহী, জালেম রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতার মসনদ থেকে অপসারণ করে খোদাভীরু, সৎ, যোগ্য, সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ শাসক নির্বাচিত না করবে ততদিন মানবতা লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হতেই থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে অসৎ লোক, অসৎ নেতৃত্ব মোটেই পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ـ

'আমি যাবূরেও আমার উপদেশের পর এ কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে কেবল আমার সৎকর্মশীল বান্দারা।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)

www.pathagar.com

এ কথাই আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন একদল লোক ঈমানদার হবে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং নেক আমল করবে তখন পৃথিবীর রাষ্ট্রক্ষমতা আমি তাদের হাতেই অর্পণ করব।'

জনগণ যদি শাসনক্ষমতায় সৎ লোক নির্বাচিত না করে এবং অসৎ খোদাদ্রোহী, চরিত্রহীন লোকদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা অর্পণ করে বা অসৎ খোদাদ্রোহী লোকেরা যদি ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর অবিচার, অত্যাচার নির্যাতন চালায়, জনগণের মাঝে সুবিচার-ইনসাফ কায়েম না করে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তখনই সে জাতি আল্লাহর গযবে পতিত হয়। ঐ জাতিকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়ে,আল্লাহর অনুগত সৎ লোকদের হাতে পৃথিবীর শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। এটাই আল্লাহ তাআলার সুন্নাত বা রীতি। অবশ্য আল্লাহ তাআলা অপরাধী জাতিকে বেশ কিছু সময় ঢিল বা সুযোগ দিয়ে থাকেন এ জন্যে যে, ঈমানদার বান্দারা তাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করে তা যেন তিনি যাচাই করতে পারেন। তারপর তিনি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আজকের মুসলমানগণ ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে এবং ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব পালন না করার ফলেই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা হারিয়েছে; দুনিয়াজুড়ে অমুসলিমদের হাতে মার খাচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, 'তোমরা মুসলমানরা যখন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে তখন বিজাতীয় আধিপত্য তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।থে নিয়োজিত করেন, নিজেরা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় নেক আমল করেন, তাহলে বিশ্বের বুকে তারা আবার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে পারেন এবং বিশ্বের রাষ্ট্রক্ষমতাও তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হাতেই তুলে দেবেন তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী। বিশ্বমানবতা আজ সে দিকেই তাকিয়ে আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com